দৈনিক ইনকিলাব

31 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

পরীক্ষায় ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ ॥ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রে আবশ্যিক প্রশ্ন হিসাবে ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ লিখতে দেয়ার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক নিম চন্দ্র ভৌমিক।

অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক এক বিবৃতিতে এই প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের নজির আখ্যায়িত করে বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক চেতনা, সহনশীলতা ও সমমর্যাদার পরিপন্থী। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ধরনের মানসিকতা সর্বজনীনতা ও স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, এই প্রশ্নের জন্য ১৪ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান পরীক্ষার্থীরা ঠিকমতো জবাব লিখতে পারেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এটা ঠিক যে ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমা বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব। এসব উৎসব সম্পর্কে সব নাগরিকেরই যথাযথ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৪ নম্বরের উপযোগী বাধ্যতামূলক কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে অন্য ধর্মাবলম্বী পরীক্ষার্থীরাও উৎসবের দিকটি হয়তো লিখতে পারবেন। ধর্মীয় দিক ঐ ধর্মাবলম্বীদের মতো কারও লেখা সম্ভব নয়। এতে স্বাভাবিকভাবে নম্বরের বড় রকমের তারতম্য হবে। এছাড়া ঐ প্রশ্নে এ বছর কিভাবে পরীক্ষার্থী ঈদ পালন করে, তার মা ও বোনেরা ঈদের দিন সকালে কি করেন, ঈদগাহে গিয়ে পরীক্ষার্থী কি দেখতে পায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান পরীক্ষার্থীদের পক্ষে জবাব দেয়া অত্যন্ত কঠিন।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী অনুরূপ এক বিবৃতিতে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন করার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।